রোম থেকে বুসান: 'সাহায্য' থেকে 'সহযোগিতা'

ক. ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভক্ত হওয়ার পর অনুধাবন করা হয় যে, উন্নয়নে সহায়তার অর্থ ছাড়াও অন্য আরো বিষয় অর্থাৎ সহায়তার কার্যকারীতা বিবেচ্য। উন্নয়ন, উন্নয়ন তহবিল বৃদ্ধি ও উন্নয়ন কার্যকারীতা কিভাবে নিশ্চিত করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে নানাবিধ বিতর্ক আছে। বিশেষ করে ১৯৮০ সাল এবং তথাকথিত 'উন্নয়নের হারানো দশক' এর পরে যখন উন্নয়ন সহায়তা ছিল সনাতনী ধরণের অর্থাৎ প্রকল্পের জন্য বা অবকাঠামোর জন্য অর্থ প্রদান ইত্যাদি। পরবর্তীতে সহায়তার ধরণ পাল্টে নতুন ধারা চালু হয় - যেমন খাতভিত্তিক বাজেট সহায়তা। দাতা গোষ্ঠী এবং সরকার 'সাহায্যের' কার্যকারীতা বিষয়ে কিছু প্রতিশ্রুতি দিলেও এটি এখানো প্রশ্নাতীত নয়। দাতা গোষ্ঠী এবং অংশীদার দেশসমূহ 'সাহায্যের কার্যকারীতা' নিয়ে ধারাবাহিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সকল সম্মেলনে রাস্ট্র প্রধান, মন্ত্রী, উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ; উন্নয়ন সহযোগী, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শেষে সম্মেলনের শেষ দিনে সকলের/অধিকাংশের সম্মতিক্রমে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। প্রথম সমলেনটি ২০০৩ সালে ইটালির রোমে; দ্বিতীয়টি ফ্রান্সের প্যারিসে ২০০৫ সালে; তৃতীয়টি ঘানার আক্রাতে ২০০৮ সালে; এবং চতুর্থ সম্মেলনটি দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। সহায়তার গণগতমান বৃদ্ধি এবং উন্নয়নকে বেগবান করতে এই সকল সম্মেলন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

খ. রোম, ইটালি (২০০৩)

রোম (২০০৩) ঘোষণাপত্রে উন্নয়ন সহায়তা কমিটি'র (Development Assistance Committee-DAC) দাতাদের অর্থ ব্যবহারের একটি সুশৃঙ্খল ও কার্যকর পন্থা নির্ধারণের কথা বলা হয়। Harmonization হলো রোম সম্মেলনের বড় অর্জন। দাতা সংস্থাগুলো, সহায়তা গ্রহণকারী রাস্ট্রের পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে নিজেদের নীতিমালা, প্রক্রিয়া এবং চর্চার সিদ্ধান্ত ছিল রোম ঘোষণাপত্রের প্রাণ। তবে এর মালিকানা ছিল শুধুমাত্র সরকারের, সিভিল সোসাইটির অধিকার ছিল সীমিত। রোম সম্মেলনের গৃহীত নীতিমালা হলো: মালিকান, শ্রেণীবিন্যাস, হারমোনাইজেশন, ফলাফল এবং পারস্পরিক জবাবদিহিতা।

গ. প্যারিস (২০০৫)

প্যারিস (২০০৫) সালের মার্চ মাসে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মন্ত্রীবর্গ, উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা, দাতা সংস্থার প্রধানগণ ফ্রান্সের প্যারিস সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে প্রস্তুতকৃত ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত নীতিমালাসমূহ হলো: উন্নয়ন এজেন্ডাতে রাস্ট্রের মালিকানা, রাস্ট্রের অগ্রাধিকারের সাথে দাতা সংস্থার বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ; রাস্ট্রের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দাতাগোষ্ঠীর নীতিমালা তৈরী, ফল অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা, এবং পারস্পরিক জবাবদিহিতা।

ঘ. আক্রা (২০০৮)

আক্রা (২০০৮) এজেন্ডায় তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। যথা: ক) রাস্ট্রীয় মালিকানা, খ) অন্তর্ভূক্তিমূলক অংশীদারীত্ব, এবং গ) ফলাফল প্রদান। আক্রাতে মাল্টি-স্টেকহোল্ডার কাঠামো নিয়ে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত হয়। এখান থেকে সিভিল সোসাইটির জন্য কাজ করার পরিবেশ তৈরীর বিষয় নিয়ে কথা হয়।

ঙ. বুসান (২০১১)

বুসান (২০১১), দক্ষিণ কোরিয়া সম্মেলনের বড় অর্জন হলো 'অন্তর্ভূক্তি'। বুসানেই প্রথমবারের মত সিভিল সোসাইটি শুধুমাত্র পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় নয় বরং আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনের খসড়াপত্র প্রণয়নে যুক্ত ছিল। বুসান ঘোষণাপত্রে অর্থায়নে 'সাহায্য' এর পরিবর্তে 'সহযোগিতা/সহায়তা' এবং সিভিল সোসাইটির পরিপূরক ভূমিকার স্বীকৃতি দেয়া হয়। সর্বোপরি এই সম্মেলনে নন-ট্রেডিশনাল দাতা হিসাবে যেমন- চীন, ব্রাজিল এবং ভারত কে স্বীকৃতি দেয়াও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্যারিস ঘোষণাপত্রের পঞ্চনীতিমালা যা আক্রা এজেন্ডায় পুনরায় নিশ্চিত হয় সেগুলো বুসানেও ঠিক থাকে। বুসান ঘোষণাপত্র Country ownership, donor alignment, harmonization, managing for results and mutual accountability, transparency, and the use of country system (OECD, 2011) প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর গুরুত্বারোপ করেছে। বুসানে Aid effectiveness নিয়ে OECD এর শেষ সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের অন্যতম ফলাফল হলো উন্নয়ন অংশীদারীত্বে 'সাহায্য' তত্ত্বটির বদলে 'উন্নয়ন সহায়তা' ধারণার প্রবর্তন এবং Global Partnership for effective Development Cooperation (GPEDC) এর উৎপত্তি।